

টুকরো

ইস্তফা

রাজেশ গোপীনাথন টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসের এমডি এবং সিইও পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। সংস্থার নতুন সিইও হচ্ছেন কে কৃতীভাসান। ৩০ বছরের কর্ম-জীবনে বিশ্ব আইটি জগতে খুবই পরিচিত মুখ কৃতীভাসান। মূলত সেল ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা। বর্তমানে তিনি টিসিএস-র ব্যাল্টিং ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ইন্সুরেন্স ইউনিটের মাথায় ছিলেন।

ধমক

এসএসসি দুর্নীতি নিয়োগ মামলায় আলিপুরের বিশেষ সিবআই আদালতের বিচারকের ধমকের মুখে পড়লেন সিবআই তদন্তকারী অফিসার প্রদীপ ত্রিপাঠি। শান্তি-প্রসাদের সঙ্গে আব্দুল খালেকের কেস নিয়ে কথা ওঠায় কেস ডায়েরিতে শান্তি প্রসাদের নাম না থাকায় অফিসার প্রদীপ টিপিঠিকে কার্যত তুলোখোনা করেন বিচারপতি।

দাদাগিরি

ডিএ নিয়ে আন্দোলন যারা করছেন তারাই ভোটের সময় বুথে আসবেন। কাইজারের এই কথার উত্তরে শমীক লাহিড়ী বলেন আমাদের রাজ্যে নির্বাচন কমিশন মাননীয় বংশবদ। নির্বাচন কমিশনার তৃণমূলের ক্যাডারে পরিণত হয়েছেন। এই বক্তব্যের পরও যদি কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট না হয় তাহলে বুঝতে হবে নির্বাচন কমিশনের গায়ে গন্ডারের চামড়া আছে।

নজির বিহীন

মহারাষ্ট্রে ধর্মঘাটা সরকারি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল একনাথ শীল দেশ শিব সেনা ও বিজেপির জোট সরকার। বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে অবিলম্বে ধর্মঘাটে শামিল কর্ম-চারীদের পদগুলিতে উপযুক্ত বেসরকারি লোক নিয়োগ করতে।

অনির্বাণ গুহ ঠাকুরতা : চূড়ান্ত নৈরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ দুর্নীতি সংবাদ শিরোনামে,তখনই কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বাতিল করলেন ২৯ জন উপাচার্যের নিয়োগ। জগদীপ ধনকর রাজ্যপাল থাকাকালীন এ রাজ্যের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছিল রাজ্য সরকারের নিজস্ব মনোনীতদের। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আইনকে বলবত রাখতে তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর আচার্য হিসেবে মূল নিয়োগ কর্তা হলেও তা উপেক্ষা করেছিল রাজ্য সরকার। একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্য সরকারের পছন্দের উপাচার্য নিয়োগ করা হয়।

নিয়ম-বহির্ভূতভাবে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়েছে বলে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন ‘জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘ’ নামে এক সংগঠনের সেক্রেটারি অনুপম বেরা। সেই মামলায় ১৪ মার্চ মঙ্গলবার কলকাতা



হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চ রায়ে জানিয়েছেন, আচার্যের অনুমতি ছাড়া উপাচার্যদের পুনরায় নিয়োগ করা যায় না। তাই যাঁদের মেয়াদ ফুরানোর পর রাজ্য সরকার নতুন করে মেয়াদ বাড়িয়েছিল সেগুলি বাতিল করা হল। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্যদের একমাত্র নিয়োগ করতে পারবেন আচার্য। উপাচার্য নিয়োগ করার কোনও ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে না। সেই সঙ্গে

নিয়োগ প্রক্রিয়া অবৈধ বলে রাজ্যের ২৯ জন উপাচার্যকে অপসারণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকার মেয়াদ-উত্তীর্ণ উপাচার্যদের ইস্তফা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। তারপর ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের নিয়ম মেনে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করা হবে। তৈরি

হবে সার্চ কমিটি। রাজ্যপালও সরকারের এই সিদ্ধান্তে সহমত হয়েছিলেন। যদিও, রাজ্যের ২৯টি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্যদের গণহারে ইস্তফা দেওয়ার আগে কলকাতা হাইকোর্ট তাদের অপসারণের নির্দেশ জারি করল। এই নিয়োগ বিতর্কের সূত্রপাত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে। যখন সোনালি চক্রবর্তীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে নতুন করে নিযুক্ত করেছিল নবান্ন, সেই সিদ্ধান্তও প্রধান বিচারপতির

ডিভিশন বেঞ্চ বাতিল করে দেয়। এবারও আদালত জানিয়ে দিল, মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনর্নিয়োগের অধিকার রাজ্যের নেই। শুনানিতে কলকাতা হাইকোর্ট প্রথমই নিয়োগ অবৈধ বলে বাতিল করেছিল। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টও কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রেখেছিল। তবে, কলকাতা হাইকোর্টের রায় বেরানোর পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে সরকার সার্চ কমিটি তৈরি করছে। মঙ্গলবার শুনানিতে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত বেঞ্চ জানায়, ইউজিসি বিধি, ২০১৮ অনুসরণ করে উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে। শুনানিতে আবেদনকারীর আইনজীবী সওয়াল করেন, ইউজিসি আইন অনুযায়ী উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ১০ বছর কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর পদে কিংবা গবেষণা সংস্থায় কর্মরত থাকার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

এর পর পৃঃ ৪ ▶

সামনে পঞ্চায়েত তাই কি দুয়ারে ক্যাম্প ?

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকারের যাবতীয় সুবিধা নিয়ে জনগণের দরবারে আসছে মমতা ব্যানার্জি সরকার। আপনার নিকটবর্তী এলাকার মধ্যেই বসবে ক্যাম্প। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ১ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত এই ক্যাম্প চালু থাকবে। গতকাল নবান্নের বৈঠকে এমনই সিদ্ধান্ত হয়েছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। আগে যে পরি-ষেবাগুলো পাওয়া যেত সেই পরিষেবাগুলোই পাওয়া যাবে। পরবর্তী পর্যায়ে নতুন কোনও পরিষেবা এই তালিকায় যোগ হবে

কিনা তা এখনো জানা যায়নি। এই প্রকল্পগুলি দিয়ে মমতা ব্যানার্জির সরকারের অর্থনৈতিক কলঙ্কারি চাপা ফেলতে পারে কিনা সেটাই দেখার। চলতি বছরের ৭ই জানুয়ারি দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে রাষ্ট্রপতি দৌপ্রদী মুর্মু এই প্রকল্প গুলোর জন্য রাজ্য সরকারকে পুরস্কৃত করেছিলেন। কী কী সুবিধা মিলবে এই ক্যাম্প থেকে? খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, জাতি সংশাপত্র, শিক্ষাশ্রী, তফসিলি বন্ধু, জয় জোহার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী,

মানবিক, কৃষক বন্ধু, ঐক্যশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্টুডেন্টস ক্রেডিট কার্ড, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা ও সংযুক্তিকরণ, আধার কার্ড সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ, কৃষি জমির মিউটেশন, বিনামূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, প্রতিবন্ধী শংসাপত্র, মৎস্যজীবী ক্রেডিট কার্ড, কেসিসি (এগ্রিকালচার), কেসিসি (প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন), তাঁতিদের জন্য ক্রেডিট কার্ড, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ক্রেডিট লিঙ্ক, কৃষি পরিকাঠামো তহবিল, মৎস্যজীবীদের নাম নথি-ভুক্তিকরণ, জমির পাট্টার আবেদন

ও বিদ্যুতের বিল সংক্রান্ত বিষয়। এছাড়াও ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড ও মেধাশ্রী সহ আরও বেশ কয়েকটি পরিষেবা যুক্ত হচ্ছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। এদিন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর সঙ্গে জেলাশাসকের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আগামী ২৮ মার্চ রাস্তাশ্রী ও পথশ্রী প্রকল্প কেন্দ্রীয়ভাবে সূচনা করা হবে। পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে এখনও কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি নির্বাচন কমিশন। এই নিয়ে মামলাও চলছে হাইকোর্টে।

তারমধ্যেই দুয়ারে সরকার কর্মসূচির কথা বলছে নবান্ন। তবে আগামী এপ্রিলে-মে তে পঞ্চায়েত ভোট হওয়ার কথা। তার আগে এইরকম জনদরদী প্রকল্প নিয়ে আসার কারণ মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের যে দুর্নাম হয়েছে সেখান থেকে মানুষের চোখ ঘোরাতেই এই পরিকল্পনা বলেই বিরোধীদের ধারণা। তবে এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে তৃণমূল যে পুরো ব্যাকফুটে রয়েছে তা সাগর দিঘির উপ-নির্বাচনের নজর দিলেই বোঝা যায়।

পুরুলিয়ায় পলাশ উৎসব



নিজস্ব প্রতিবেদক : গত ১১ মার্চ ‘পলাশ উৎসব’ পালিত হল পুরুলিয়ায়, মাঠাবুর পাহাড়তলীতে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী ও লোকশিল্পী সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও পুরুলিয়া জেলার উদ্যোগে এই বছর প্রথম পলাশ উৎসব হল।

গণনাট্যের শিল্পীরা ধান কাটার গান, ফসল তোলার গান গেয়ে থাকেন। কিন্তু সঠিক ভাবে বললে তাঁদের কাজ মাটি তৈরি করা, জমি প্রস্তুত করা। এমন এক জমি যার বৃকে সংগ্রামী জীবনবোধ জন্ম নেয়, জন্ম নেয় লড়াইয়ের আপোষহীন স্পৃহা।

এর পর পৃঃ ৫ ▶

মুখ্যমন্ত্রী কাদের বাঁচাতে চাইছেন?

কুশল ঘোষ : বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃতীয়বার সরকার গড়লেও সাম্প্রতিক কালে দুর্নীতির প্রশ্নে তাঁর নেতৃত্বে চলা সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকেছে বলেই কি অশ্রুসজল চোখে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে আলিপুর আদালতের চত্বরে ঋষি অরবিন্দের মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠানে ১৪ মার্চ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী টাকার বিনিময়ে নিয়োগপত্র পাওয়া যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি আদালতের রায়ে বাতিল হয়েছে তাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন?

আর এতেই ক্ষোভে ক্রোধে ফেটে পড়েছেন দু বছরের বেশি সময় ধরে নিয়োগপত্রের দাবিতে অবস্থান আন্দোলনে বসে থাকা চাকরিপ্রার্থীরা। বঞ্চিত যোগ্য প্রার্থীদের পাশে না দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কেন পয়সার বিনিময়ে নিয়োগপত্র কিনে চাকরি করা অযোগ্যদের হয়ে সওয়াল করে তাদের সুযোগ দেওয়ার কথা বললেন, ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা সেই প্রশ্নই তুলেছেন। চাকরি হারানো ব্যক্তিরা বা তাদের পরিবারের কেউ আত্মহত্যা করছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী শোক প্রকাশ করেছেন অথচ নিয়োগ-পত্রের দাবিতে অবস্থানে বসা যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদের মধ্যে যাঁরা আত্মহত্যা করেছেন, যাঁদের পরিবারের সদস্যরা অনাহারে অর্ধাহারে আছেন, অনেকে শরীরে মারণরোগ সহ্য করে এমনকি শিশু সন্তান নিয়ে দু বছরের বেশি

এর পর পৃঃ ৪ ▶

শান্তনু-কুন্তল : তৃণমূল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন উঠল!

মনোজ মৌলিক

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইডি-র হাতে গ্রেফতার হওয়ার ৫ দিনের মধ্যে তাঁকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পদ থেকে সরানোর কথা ঘোষণা করলেন শশী পাঁজা ও ব্রাত্য বসু। যদিও দলের দুই সিনিয়র মন্ত্রী এরপর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না। শোভনদেব চিন্তেন না, নামও শোনেননি!

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষস্তরের ঘনিষ্ঠতা নিয়ে নানা স্তরে জল্পনা চলছে। যদিও শান্তনুর গ্রেফতারির পর থেকে দল নানাভাবে দূরত্ব বাড়ানোর কৌশল নিতে থাকে। যদিও একেকজন নেতার একেকরকম বক্তব্যে দলের মধ্যে অস্বস্তির ছাপ ছিল স্পষ্ট। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, শান্তনুকে চেনেন না। নাম শোনেননি। এমনকী শান্তনুকে কোনও পদে নিয়োগের চিঠিও দেওয়া হয়নি বলে দাবি ছিল কৃষিমন্ত্রী।



রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী তথা তৃণমূলের অন্যতম মুখপাত্র স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেছিলেন, আদালতের রায়ই দল গ্রহণ করবে। শান্তনুর মতো হাজার হাজার জনপ্রতিনিধি রয়েছেন। তাঁকে সরিয়ে দ্রুত বার্তা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই। কেউ যদি কোনও অন্যায় করে থাকেন তা দলের নির্দেশ নয়। সে কারণে কেউ যদি কোনও নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন, তৃণমূল কংগ্রেস দলের গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে তা বৈমানন নয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে শশী পাঁজা জানিয়ে দেন, দুর্নীতি কাণ্ডে জড়িত যুব নেতা কুন্তল ঘোষ ও শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃণমূল যুব কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করা হল। শান্তনু যে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সেটা শশী বা ব্রাত্য জানেন। পার্টি অফিস থেকে টাকা উদ্ধার হয়নি। তাই দুর্নীতির দায় যে ধৃতদের নিতে হবে, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়ে স্পষ্ট করে দেন রাজ্যের দুই সিনিয়র মন্ত্রী।

পদে না থেকেও কীভাবে অপসারণ?



কুন্তল ঘোষ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। সেই পদ থেকে তাঁকে সরানোটা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় তো তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পদে ছিলেন না অপসারিত হওয়ার মুহূর্তে! সাইনী ঘোষ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী হওয়ার পর যে নতুন কমিটি গড়েন তাতে কোনও পদেই ছিলেন না শান্তনু।



হুগলি জেলা পরিষদের পদে বহাল

তৃণমূল কংগ্রেস এক পদ এক নীতি যখন নেয় তখন শান্তনুকে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি রাখা হয়নি। তিনি হুগলি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ। ফলে প্রশ্ন ওঠে, শান্তনুকে কি জেলা পরিষদের পদ থেকে সরানো হল? জবাবে শশী পাঁজা বলেন, ওটা নির্বাচনে জিতে আসা পদ। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। তখন দেখা যাবে। অর্থাৎ গ্রেফতারির পরও শান্তনু জেলা পরিষদের পদে থাকছেন। তাহলে বহিষ্কারটা হলেন কোথেকে?

সাসপেনশন নিয়ে হাসাহাসি!



এর পর পৃঃ ৩ ▶

SOLUTION

Are you looking for best tutor



Do call now : 9804215769

ICSE - CBSE

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

আমাদের বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ‘আজ শুক্রবার’ পত্রিকা বিক্রয় ও বিতরণের জন্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ডিস্ট্রিবিউটর প্রয়োজন। সপ্তাহে ন্যূনতম দুশো কপির অর্ডার দেওয়ার শর্তে যোগাযোগ করুন **কমলিকা ঘোষ 98754 36004** (কেবল WhatsApp মেসেজ করবেন)।



MOITRI LAND & HOUSING

Developer and Bulider

9836148721 / 98310645330

Residence : Uttar Sripur, Charaktala P.O.

Boral, P.S. Sonarpur, Kolkata-700 154

Office : Ramchandrapur (North) P.O.

Narendrapur, P.S. Sonarpur, Kolkata - 103

▶ পৃঃ ২-এর পর

শান্তনু-কুন্তল



এই বহিষ্কার নিয়ে শুরু হয়েছে হাসাহাসি। শান্তনু-ঘনিষ্ঠদের দাবি, এবার খেলা জমবে! কুণাল ঘোষ যখন গ্রেফতার হয়েছিলেন তখন তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করার কথা জানানো হয়েছিল। যদিও কুণালের দাবি ছিল, তিনি কোনও চিঠি পাননি। জেলে থাকার সময় দলকে চাঁদাও দিয়েছেন। সেবার সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। পার্থ যখন শিক্ষা দুর্নীতিতে গ্রেফতার হন তখন কুণালও নানা কথা বলেছিলেন। পার্থকে তড়িঘড়ি দল সাসপেন্ড করে।

দ্বিচারিতার প্রশ্নে ঘেঁটে ঘ

পার্থকে সাসপেন্ড কিংবা কুন্তল ও শান্তনুকে বহিষ্কার তো না হয় হল। তৃণমূল যে ঘেঁটে ঘ তা আরও একবার স্পষ্ট দলের কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ার মধ্যে। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যকে দল বহিষ্কার করেনি। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বলেন, তিনি পর্যদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তা থেকে আগেই সরানো হয়েছে। তিনি দলের পদে নেই। বিধায়ক! বিধায়ককে সরানো যায় না।



অনুব্রত-বাউসার

এটা ঠিক, মানিকের মতো পার্থও তো বিধায়ক পদে রয়েছেন। আবার গরু পাচারকাণ্ডে গ্রেফতারির পর অনুব্রত মণ্ডল এখনও বীরভূমে তৃণমূলের জেলা সভাপতি। স্নেহের কেষ্টর হয়ে বারবার ব্যাট ধরেছেন খোদ দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শশী ও ব্রাত্য অনুব্রত-প্রশ্নে বলেন, তাঁর ব্যাপারেও দল যথাসময়ে পদক্ষেপ করবে। এখানেই প্রশ্ন, দুর্নীতি প্রসঙ্গে কখনও দ্রুত, কখনও ধীরে চলো নীতি কেন?

ধোঁয়াশায় কি দলের অন্দরে কাঁপুনি?

স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীরা বলছেন, এতেই প্রমাণ হচ্ছে তৃণমূলের দ্বিচারিতা। পার্থ দলের পদ থেকে সরলেও বিধায়ক। মানিকও বিধায়ক। আবার শান্তনু যে পদে নেই তা থেকে তাঁকে বহিষ্কার করার বিষয়টি বোধগম্য হচ্ছে না অনেকেরই। তৃণমূল মুখপাত্রদের কথায়, হুগলি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পদে শান্তনুকে সরানো হয়নি। আবার শান্তনুর পরিবারের কাছে সাসপেনশনের চিঠিও আসেনি। ফলে ধোঁয়াশা থাকছেই। তার কারণ এই দুর্নীতি কাণ্ডে দলের অন্দরে কাঁপুনি কিনা তা বলবে সময়।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

PH : 9875436004

email : aajshukrubar@gmail.com

মিথ্যা খবর—

জাল ভিডিও ফাঁস করে নিয়মিত

খুনের হুমকি পাচ্ছেন মহম্মদ জুবেইর

অগ্নিভ সেনগুপ্ত : অল্ট নিউজের সহপ্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক মহম্মদ জুবেইর জাল ভিডিও ফাঁস করে নিয়মিত হুমকি পাচ্ছেন। সংবাদে সত্যতা যাচাই করার জন্য জুবেইরের অভিযানের জেরে গুজব ছড়ানো জাল ভিডিও তৈরি করে বিদ্বেষের আবহ তৈরি করার বিভিন্ন অভিযোগে পুলিশ মামলা করতে বাধ্য হয়েছে বিজেপির উত্তরপ্রদেশের মুখপাত্র হিন্দি সংবাদপত্র ‘দৈনিক ভাস্কর’ ও ‘ওপিইন্ডিয়া’র দুই কর্মীর বিরুদ্ধে। তারপর থেকেই অল্ট নিউজের সহপ্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ জুবেইর অনলাইনে হিন্দুত্ববাদীদের থেকে নতুন নতুন হুমকি পেয়ে চলেছেন। সেই হুমকির মধ্যে জুবেইয়ের ওপর প্রাণঘাতী হামলা চালানোর কথা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে তার বিরুদ্ধে বিচারবহির্ভূত পদক্ষেপ চাওয়াও। তামিলনাড়ুতে বিহার থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর ‘আত্মঘাতী হামলা’ নিয়ে মিথ্যা খবর ফাঁস করার পর থেকেই জুবেইরকে শুনতে হচ্ছে এমন হুমকি।



জুবেইরকে যারা হুমকি দিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন ‘ওপেইন্ডিয়া’ সম্পাদক অজিত ভারতী, চরম দক্ষিণপন্থী কলাম লেখক হশিল মেহতা। ভারতীর টুইট, ‘পরিকল্পনা চলছে এবার ওকে এমন সুন্নত করা যে প্রভাব করার জন্য ওর একটি পাইপ লাগবে।’ হশিলের এখন আর টুইটারে কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। তিনি বলেছেন, ‘সাধারণত আমি বিচার বহির্ভূত পদক্ষেপ সমর্থন করি না।’ তবে তার আশা ছিল জুবেইরের গাড়িটাই উল্টে যাবে। সুপ্রিম কোর্টের এক আইনজীবী আবার টুইট করেছেন যে তিনি রুবলকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। আবার জুবেইরের উপর ‘আখলাক দাওয়াই’ প্রয়োগের পরামর্শ দিয়েছে। ২০১৫ সালে উত্তরপ্রদেশের দাদরি জেলায় গোমাংসের অজুহাতে মোহাম্মদ আখলাককে পিটিয়ে মেরেছিল হিন্দুত্ববাদীরা।

বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার প্রতাপ রেড্ডি অবশ্য বলেছেন, ‘আমি কোনও খুনের হুমকির ব্যাপারে কিছু জানি না এমন কোনও তথ্যপ্রমাণ আমার কাছে আসেনি, জুবের আমাদের কাছে এলে আমরা মামলার ভিত্তিতে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বিবেচনা করব।’ নিউজের আরেক সহ প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক সিনহা জানিয়েছেন, এখনো তাদের আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করছেন এবং উপযুক্ত আইনি পথ বের করছেন।

জুবেইর টুইট করে জানিয়েছিলেন সাধারণত তিনি এই ধরনের হুমকিকে উপেক্ষা করেন, কিন্তু ‘অল্ট নিউজ’ তামিলনাড়ুতে বিহারের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর প্রাণঘাতী হামলার জাল খবর পাস করার পর থেকে ‘আমার শারীরিকভাবে ক্ষতি করার, আমাকে খতম করে দেওয়ার’ হুমকি টুইটারে বড্ড বেশি বেড়ে গেছে। জুবেইর আরো জানিয়েছেন যে তিনি আগে হুমকি পেয়েছেন, কিন্তু এবারের হুমকি আরো ত্রুড় এবং স্পষ্ট। সম্প্রতি বেশকিছু সোশ্যাল মিডিয়ায় দক্ষিণপন্থীদের একাউন্টে বিজেপি নেতারা এবং কিছু নিউজ চ্যানেল মিথ্যা দাবি করেছে যে তামিলনাড়ু পরিযায়ী শ্রমিকদের বিশেষ করে বিহার থেকে আসা শ্রমিকদের পিটিয়ে মারা হচ্ছে।

এর পর পৃঃ ৫ ▶

পাঠকরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর সমালোচনা ও
মতামত পাঠাতে পারেন।

email : aajshukrubar@gmail.com

পাঠকের মতামত

শিরদাঁড়া বিক্রি হয়নি

আমি শিলিগুড়ির একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। আমার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলিয়ে মোট ২৬ জন রয়েছে। আগে থেকেই জানতাম দশ তারিখ ধর্মঘট। সেই অনুযায়ী মানসিক প্রস্তুতিও ছিল যে স্কুলে যাব না। ৯ তারিখ আমি ব্যক্তিগত কারণে ছুটি নিয়েছিলাম। আমি রাতে কয়েকজনকে ফোন করে জানতে চাই তারা দশ তারিখ কি করবে? সবাই বলে স্কুলে যাব, গेटের বাইরে দাঁড়াব কিন্তু স্কুল করব না বাচ্চারা প্রয়োজনে এসে ঘুরে যাবে।

সেই মতো আমিও দশ তারিখ সকালে স্কুল শুরুর সময় স্কুলের গেটে গিয়ে দাঁড়াই। প্রসঙ্গত বলে রাখি আমাদের মর্নিং স্কুল। আমার আগেই সেখানে আমার আরো কয়েকজন সহকর্মী উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের টিআইসি ম্যাডাম উপস্থিত ছিলেন। বাকিরা আরও কিছুক্ষণ পরে এলেন। সেই সময় আমাদের টিআইসি ম্যাডাম আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি ভিতরে যাচ্ছি কে কে আসবে এসো। আমার দুজন সহকর্মী ওনার সাথে ভেতরে যায়। বাকিরা আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি। একটু পরেই আমাদের ডিআই স্যার এসে উপস্থিত হন। উনি জানতে চান আমরা সই করেছি কিনা। এরপর উনি রেজিস্টার দেখতে চান। তখনও সেখানে আমাদের টিআইসি ম্যাডাম ছাড়া কারো সই ছিল না। উনি সই না করার কারণ জানতে চাইলে আমরা বলি, আমরা ধর্মঘট করছি। কিন্তু ওনাকে দেখেই কয়েকজনের ভীতি জন্মে যায়। ৩-৪ জন সইও করে ফেলেন। বাকিরা দোলাচলে পড়ে যায়। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। যদিও আমি স্থির ছিলাম যে আমি সই করব না। এরপর একে একে দেখি কম বেশি সবাই সই করে ফেলছে। আমাদের দুজন শিক্ষক অনুপস্থিত ছিলেন তাদের ফোন করা হয়। ডিআই স্যার বলতে থাকেন আপনারা যা করবেন তাড়াতাড়ি করুন। আমার সঙ্গে আরও একজন উপস্থিত সহকর্মী সই করবেন না বলে সহমত ছিলেন। সবার চাপে পড়ে তিনিও সই করে ফেলেন। আমাকে কয়েকজন বোঝাতে থাকে যেহেতু বেশিরভাগই সই করে ফেলেছেন দুই একজন না করলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। আমাকে বলেন তোর বয়স কম, কতটা বুঝিস। আমি জানি তারা হয়তো আমার ভালো ভেবেই বলছিলেন। একজন আমার হাতে পেন ধরিয়ে আমাকে বসিয়ে দেন সই করতে। কিন্তু আমি পারিনি সই করতে। আমি উঠে আসি এবং জানিয়ে দিই আমি সই করব না। খুব খারাপ লাগছিল আমাদের মধ্যে একটুও ইউনিটি নেই দেখে। এর মধ্যে অনুপস্থিত দুজন শিক্ষকও উপস্থিত হন। ডিআই স্যার এবার যারা সই করেননি তাদের নাম ডাইরিতে লিখতে থাকেন। হঠাৎ লক্ষ্য করি আমাদেরই একজন সিনিয়র সহকর্মী আর এক বছর পরেই যার রিটায়ারমেন্ট তিনিও সই করেননি। বাকি যে দুজন পরে আসেন তারাও জানিয়ে দেন তারা সই করবেন না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ডিআই স্যার আমার নামটি লিখতে ভুলে যান। আমি ওনাকে গিয়ে বলি, স্যার আমিও তো অনুপস্থিত আমার নাম লিখলেন না? উনি আমার নাম লেখেন।

এইসব দেখে যিনি আমার সঙ্গে সহমত ছিলেন তিনি বলেন, আমার বুকের ওপর মনে হচ্ছে একটা পাথর চেপে আছে, আমি সইটা কেটে আসছি। উনি ডিআই স্যারকে গিয়ে বলেন, আমার নামটা কেটে আমাকে অনুপস্থিত করে দিন। আরো একজন জিজ্ঞাসা করেন, চাকরি তো যাবে না, তাইতো? এরপর উনিও ওনার সই কেটে এবসেন্ট করে দেন। এরপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমাদের প্রত্যেক সহকর্মী নিজের নিজের সই কেটে ধর্মঘটে শামিল হন। ডিআই স্যারও মনে হয় মনে মনে খুশিই হলেন। অন্তত ওনার মুখ দেখে সেটাই মনে হচ্ছিল। অবশেষে আমাদের ২৬ জনের মধ্যে ২৫ জনই এবসেন্ট। যদিও এর মধ্যে দুজন চাইল্ড কেয়ার লিভ-এ আছে। ঠিক এরকমই একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল আমাদের স্কুলে। বেশ সরগরম এবং নাটকীয়। প্রথমদিকে খুব খারাপ লাগলেও শেষে মনে হয়েছে সব ভালো যার শেষ ভালো। আন্টিমেট আমরা সফল। শিরদাঁড়া বিক্রি হয়নি।

মঞ্জুষা ঘোষ। শিলিগুড়ি

আজ শুক্রবার

সম্পাদকীয়

যেকোনও বিপ্লবী তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত বিপ্লবী সত্তা কর্তৃত্ব মাত্রেই প্রশ্ন করে। সেখানে ভাববাদের রস দিয়ে বেড়া বাঁধা যায় না। নিবেদিতা ত্রৈণপটকিনের ছাত্রী ছিলেন, ছিলেন আইরিশ মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নৈরাষ্ট্রবাদী সেনানী, ফলে স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেও অনুশাসনের পর তিনি প্রায়ই প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতেন, ‘But Swamiji...’। ওই একই সময় বিদেশ থেকে আগতা স্বামীজীর আরেক শিষ্যা, কৃষ্ণপ্রিয়া, যাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল খ্রিস্টান, কোনো প্রশ্নই করতেন না, এবং সে সম্পর্কে বলেছিলেন, মনে তো অনেক জিজ্ঞাসাই তৈরি হয়, কিন্তু ‘everything melts before that radiance’ ফলে, অবৈপ্লবীকতা প্রশ্নহীন আনুগত্য স্বীকার করলেও, বিপ্লবী দর্শন, সে তার শরীরে ভাববাদের আবরণ যতই চাপাও না কেন, তা কর্তৃত্বকে বরাবর প্রশ্নই করবে, এবং তার পরিণামে একটা পর্যায়ে কর্তৃত্ব কর্তৃক পরিত্যক্ত হবে। এই বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিতভাবেই হবে ক্ষণস্থায়ী, কেননা চূড়ান্ত পর্বে তা সাধারণ সংগ্রামী মানুষের সাথে গড়ে দেবে বৈপ্লবিক অন্তর। যেমন ব্রহ্মানন্দ মহারাজরা যখন নিবেদিতার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অংশগ্রহণের কারণে ভীত হয়ে তাঁকে মঠ ও মিশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে আদেশ দিলেন, নিবেদিতার যেন নবজন্ম ঘটল, তিনি বাংলাদেশের যুবশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হলেন, ভাববাদের আচ্ছাদন পরিত্যাগ না করলেও পা দুটো শক্ত করে রাখলেন বাস্তবের মাটিতে। ভাববাদের ক্যাপিটাল আই (I) রূপান্তরিত হল বস্তুবাদের উই-তে (we)। উলটোদিকে, কৃষ্ণপ্রিয়া অবশ্য ভাবের উৎকর্ষে পৌঁছলেন। স্বামীজি প্রয়াত হওয়ার পর একদিন জানালেন, তাঁর অন্তরে এমন শক্তি আছে যে, ‘from here I can move stars.’ এই উপলব্ধি, বলাবাহুল্য, সেদিন তাঁকে আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু ‘আত্মারামতা’ যতক্ষণ না জগতের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে প্রেমে রূপান্তরিত হয়, ততক্ষণ সে আনন্দের কোনো সামাজিক সার্থকতা থাকেনা। সেইহেতু, একজন বিপ্লবী বরাবরই প্রেমিক; যদিও একজন ভক্ত সাধারণত আত্মআনন্দেই বিভোর থাকতে পছন্দ করেন। তিনি একজন ডিসিপ্লিন্ড জীব, ভীষণভাবে ধ্রুপদী। বিপ্লবী কিন্তু মানুষ, ভুল-ঠিক সবেতে গড়া। তাই রোম্যান্টিক।

▶ পৃঃ ২-এর পর

মুখ্যমন্ত্রী বাঁচাতে চাইছেন

অবস্থানে অংশগ্রহণ করছেন, তাঁদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি নেই মুখ্যমন্ত্রীর!

বস্তুত বারংবার পুলিশি জুলুম, গ্রেফতার,সরকারি কর্তাদের উদাসীনতার কারণে স্কাভে ফুঁসছেন যোগ্য চাকরিপ্রার্থীরা, যাঁরা ধর্মতলায় উৎসবের দিনগুলোতেও অবস্থানে বসে থাকতে বাধ্য হয়েছেন অধিকার বুঝে নিতে। নিয়োগ দুর্নীতি নিজের দলের নেতারা গ্রেফতার হচ্ছেন বলেই দলের ভাবমূর্তি উদ্ধার করতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী? তিনি কি আশঙ্কা করছেন দল ও সরকারের সর্বোচ্চস্তরে বসে থাকা ব্যক্তির আ র নিরাপদ নন?

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, “আমি ক্ষমতায় এসে কোনও সিপিএম ক্যাডারের চাকরি খাইনি!” তাঁর প্রশ্ন, রোজ তিন হাজার-চার হাজার লোকের চাকরি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কেন? এরা যাবে কোথায়? এদের সংসার চলবে কেমন করে? কোথাও ভুল হয়ে থাকলে এদের আবার সুযোগ দেওয়া হোক।”

মমতা ব্যানার্জির এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যসভার সিপিআই (এম) সাংসদ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, “মুখ্যমন্ত্রী বাম আমলে কোনও বেআইনি নিয়োগ তো হয়নি। কারুর চাকরি খাবেন কিভাবে? বেআইনি নিয়োগ তো তিনি নিজে শুরু করেছেন। যারা বেআইনিভাবে চাকরি পেয়েছে আদালত তাদের নিয়োগ বাতিল করছেন। স্বচ্ছ নিয়োগ করতে তাঁকে কে বারণ করেছে? রাজ্য সরকারের শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ করুন না! পারবেন না! তাঁর উচিত যাবতীয় দুর্নীতির দায় কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করা। আমরা জানি কেমনভাবে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ করতে হয়।”

রোগের নাম নন্দীগ্রাম, ভাইরাস তিনজন!

চিরঞ্জীব ঘোষ

প্রায় ষোলো বছর পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কেটেছে একটা দগদগে ঘা নিয়ে। ঘায়ের নিচে আটকে আছে এক কুৎসিত রোগের ভাইরাস। রোগের নাম নন্দীগ্রাম, ভাইরাস মমতা ব্যানার্জি নিজে এবং তাঁর একদা দুই বিশ্বস্ত পিতা-পুত্র সৈনিক শিশির ও শুভেন্দু অধিকারী। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সারা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের বিপুল সাফল্য সত্ত্বেও নজিরবিহীন ভাবে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মমতা ব্যানার্জী হেরে যান। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পরাজিত প্রার্থী মমতা ব্যানার্জী শপথ নেওয়ার পরে ভবানীপুর থেকে উপনির্বাচনে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন। অথচ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মমতা ব্যানার্জির আধিপত্যের সূচনা ২০০৭ সালে ১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম কাণ্ড থেকেই।

নদীর একপাশে হলদিয়া শিল্পাঞ্চল। অন্যদিকেও আরেক শিল্পনগরী যাতে গড়ে তোলা যায়, তার ভিত তৈরি করতে শুরু করেছিল তৎকালীন বাম সরকার। সেই শিল্প নগরী তৈরি হয়ে গেলে ‘অধিকারী পরিবার’ও সেখানকার তৃনমূল নেতাদের ভবিষ্যৎ অঙ্ককার হয়ে যেত। উপকৃত হত কেবল সাধারণ মানুষ। শিল্প হত, কর্মসংস্থান হত। ফলত যা হওয়ার তাই হল। নাটক সাজানো চলল। এমন নাটক যেখানে অভিনেতারা বেশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। মধ্যে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বললেও সেগুলোকে মিথ্যে বলে বোঝবার উপায় নেই। হবে নাই বা কেন? কৌশিক সেন, ব্রাত্য বসু, অপর্ণা সেনদের মাপের শিল্পীরা যখন পরিচালক তখন মমতা ব্যানার্জির মতো অপটু স্ক্রিপ্ট রাইটারের কাজও বিশ্বাসযোগ্য হতে বাধ্য।

হ্যাঁ, চোদ্দো বছর কেটে যাওয়ার পর গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের ভাষণে মমতা ব্যানার্জি স্বীকার করেছিলেন নন্দীগ্রামে যে ‘সরকার সমর্থিত’ পুলিশি সন্ত্রাসের অভিযোগ এতদিন আনা হয়েছিল তা ‘অধিকারী পরিবার’-এর মদত ছাড়া সম্ভব ছিল না। এই শিশির অধিকারী এবং তার ছেলে শুভেন্দু অধিকারী ওই জেলার দাপুটে তৃণমূল নেতা ছিল। তারাই নকল পোশাক পরিয়ে ‘চটি পুলিশ’ দিয়ে মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল। এই চটি পুলিশ তখন তৃণমূলের বড় প্রিয় সম্বোধন। শিশির অধিকারী সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। উল্টে বলেছেন তৎকালীন যেসব মমতা ঘনিষ্ঠ পুলিশ কর্তা ছিল, পরে তাদের বড় পদ পাইয়ে দেওয়ানো হয়, সরকার বদলাবার পর। আর সত্যজিৎ ব্যানার্জি তো অবসর নেওয়ার পর সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।

এখানে সমস্যা হচ্ছে বিগত এই বছরগুলিতে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকেও আদতে এই অভিযোগগুলিই করা হয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি কার্যত সেই অভিযোগে ১৪ বছর পর শিলমোহর দিলেন। নন্দীগ্রামে আদতেই বাইরে থেকে সাজিয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে সন্ত্রাসের অভিনয় করানো হয়েছে দিনের পর দিন, যাতে মানুষের মনে ভয় জিয়ানো থাকে।

একের পর এক বাম কর্মীদের নিজেদের বাড়িতে কোণঠাসা করে রাখা হয়, আর বাইরে প্রচার চলে সিপিআইএম-এর সন্ত্রাস বলে। নিছক অকারণে রাতে গুলি চালিয়ে ভয়ে রাখা হত মানুষকে। জোর করে নিয়ে আসা হত মানুষকে বাম বিরোধী মিছিলে। নাহলেই অত্যাচার।

অনিন্দিতা সর্বাধিকারীর নন্দীগ্রাম বিষয়ে একটি ইন্টারভিউয়ের কথা এখানে উল্লেখ করতেই হয়। তিনি বলেছেন নন্দীগ্রামে তার তথ্যচিত্রর কাজ করতে যাওয়ার আগে তাকে শুভেন্দু অধিকারীর অনুমতি নিয়ে যেতে হয়েছিল এবং তাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল আরেক তৃণমূল কর্মী। অনিন্দিতা ওখানে গিয়ে জানতে পারেন যে শত-শত শিশু খুনের কথা প্রচার করা হয়েছে তা সবই ভাওতা। যে গ্রামে গিয়েই তিনি শিশু খুনের কথা জানতে চাইছেন সেখানেই বলা হচ্ছে এই গ্রামে কিছু হয়নি, পাশের গ্রামে হয়েছে। পাশের গ্রামে গিয়েও অনিন্দিতাদের একই অভিজ্ঞতা। এখানে হয়তো কিছু হচ্ছে না, কিন্তু কোথাও না কোথাও নিশ্চিত এরকমটাই হচ্ছে। এই বিশ্বাস মানুষের মনে স্থাপন করা, ইমপ্ল্যান্ট করা হয়েছিল ওখানে। অনিন্দিতা জানান পোড়া রবারের পাইপ-কে মৃতদেহ বলে চালানোর চেষ্টা করার কথা।

প্রতিটি তৃণমূলকর্মী সেই মিথ্যে খুনের হিসেব বাড়িয়ে বলতে থাকেন।

কারণ সেটাই তখন স্বাভাবিক প্র্যাকটিস। কেউ তো সেই হিসেব নিতে যাবেন না, আসলে, কেউ তো সেই হিসেব নিতে যেতেই পারবেন না। ঢুকতেই দেওয়া হবে না! তিন চার কিলোমিটার দূর থেকে নাকি একজন দেখে ফেলেন যে শিশুদের শরীর মাঝখান থেকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। প্রমাণ দেওয়ার দায়বদ্ধতা নেই তো! কেন মৃত ১৪ জনের মধ্যে ৫ জনের শরীরে ভোজালি-কাটারির গভীর আঘাত পাওয়া যায় তার উত্তর আজও কেউ দেয়নি। এমনকি ওই তথ্যচিত্রটির কাজে যখন অনিন্দিতা একটি পোড়া পুলিশের গাড়ির ছবি তুলতে যান, সেখানেও তাকে বাধা দেওয়া হয়। কোনো সত্য ঘটনা যাতে বাইরে না আসে তাই বিশেষ কিছু মিডিয়া ছাড়া ওই অঞ্চলে কারও প্রবেশ সুগম ছিল না। পরবর্তীতে সেই মিডিয়ার অধিকর্তাদের মমতার সব কর্মসূচীতে এমনকি হেলিকপ্টার ভ্রমণেও পাওয়া যায়। বর্তমান তৃণমূলের অন্যতম মুখ কুণাল ঘোষদের তখনকার চ্যানেল ১০-ও একই রকম সুবিধা ভোগ করে এসেছে। সরকার বদলের পর এদের কাছে আসা সরকারি বিজ্ঞাপনের সংখ্যা তার প্রমাণ।

আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যখন শুভেন্দু-শিশিরের অপকর্মের কথা প্রকাশ করছেন তখন আমাদের মনে রাখতে হবে শুভেন্দু বিজেপিতে যোগ না দিলে কি আদৌ মমতা এই কথা স্বীকার করতেন? না করতেন না। কারণ শুভেন্দু-শিশির আর মমতা একই দোষে দোষী। কাঁথির বিধায়ক যদি বাইরে থেকে লোক ঢুকিয়ে সন্ত্রাস চালায় তাহলে মমতা সেই লোক জোগান দিয়েছিল। গুলি যদি শুভেন্দু অধিকারী চালিয়ে থাকে তাহলে বন্দুক জোগান দিয়েছিল মমতা। অধিকারীদের হাতে যে রক্ত লেগে আছে তার থেকে কিছু কম নেই মমতার হাতে। আজ তিনি শুভেন্দুকে দোষ দিয়ে যতই নিজের শরীর থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করুন, তিনি পারবেন না। কারণ আজকের বিজেপি আসলে তখনকার তৃণমূল। শুভেন্দুকে দোষ দেওয়া মানে মমতার নিজের দোষ স্বীকার করে নেওয়া, যেটা তিনি করেছেন। যারা সিপিআইএম-এর ওপর নরখাদকদের তকমা দিয়েছিল, তারা সচেতন ভাবেই সেই প্রচার করেছিল। তারা জানত আসল নরখাদক কী এবং কারা। যারা দায় ঝাড়তে আসবে, ইতিহাস তাদের পেছনে টেনে নিয়ে যাবে।

তখন সন্ত্রাসের মিথ্যে বুলি বোঝাবার দায়িত্ব শহরগুলিতে পেয়েছিল তথাকথিত সুশীল বুদ্ধিজীবীরা। আর গ্রামে দায়িত্বে ছিলেন ভূমিরক্ষা কমিটি আর মাওবাদী নামের পেছনে ওৎ পেতে থাকা তৃণমূলী আর সেমি তৃণমূলীরা। যে ভূমি রক্ষা কমিটি শঙ্কর সামন্তের বিধবা গরীব বউয়ের ১০ হাজার টাকা শ্রেফ নিয়ে নেয়, তাদের প্রভাব মেদিনীপুরের বাকি সাধারণ মানুষের ওপর কী ছিল তা সহজবোধ্য।

এতকিছু ঘটনা ঘটে গেল অথচ এত সহজে? বহু সচেতন মানুষের কাছে আজও প্রশ্ন, কী করে সম্ভব? উত্তরটা খুব জটিল নয়। তখনকার কেন্দ্রীয় সরকারের ইক্যুয়েশন খেয়াল করলেই বোঝা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের পরমাণু চুক্তি প্রসঙ্গে বাম নেতৃত্ব বিরোধিতা করে সমর্থন তুলে নেয়। বামেরা আবারও রোষে পড়ে মার্কিন মুলুকের। আর দেরি নয়। মার্কিন কনসাল সম্পর্ক দৃঢ় করছে তৃণমূলের সাথে। তখনকার জ্বলজ্বলে মিডিয়া স্টার আনন্দও ছিল এর ভাগিদার। একটাই উদ্দেশ্যে, বাম সরকারের পতন নিশ্চিত করতেই হবে। হিলারি ক্লিন্টন তখন মধ্যগগনে। সাথে ছিল সিআইএ আর জামাতের ফান্ড। রাস্তা কেটে ব্রিজ ভেঙে বাইরের মানুষ আসা বন্ধ করানো হয়। তখন বাংলার কংগ্রেস নেতারা বামদের এহেন গালাগালি দিতে বাকি রাখেননি। দাবি একটাই। বাম সরকার ফেলতে হবে। ফলে সুশীলদের সহজলভ্য সাময়িক কুন্ঠিরাষ্ট্র খরিদ করা গেল কমদামে, তাড়াতাড়ি। এখন আর নতুন তথ্য নয় কিছুই।

কাজ মিটে গেল। শুধু হিসেব মিটল না সিপিআইএম-এর কর্মী সমর্থকদের লাশের। কারণ সেসব খবর তো তখন বের করতেই দেওয়া হত না। সুনীতা মন্ডল, রাম কামিলা, সুনীতা জানা, অরুণ দাস, মীর খুরশেদ, চঞ্চল মিদ্যা, শংকর মাইতি, তপন মাল্লা, দীপক দাসের মত ২৯ জন মৃত বাম কর্মীর নাম লেখা আছে ইতিহাসে। বাইরের মানুষ জানতে পেরেছে বহু পরে। আর যখন জানা গিয়েছে তখন তা নিয়ে কথা বলতে সুশীলদের অরুচি। ততদিনে তো সরকারি কমিটিতে পদ এবং বিভিন্ন

এর পর পৃঃ ৫ ▶

▶ পৃঃ ৩-এর পর

মিথ্যা খবর

তারপর জুবাইর সহ বেশ কিছু ফ্যাক্ট চেকার সামনে নিয়ে আসে সে হামলার মিথ্যা খবর ছড়াতে ভুয়ো ও সম্পর্কহীন ভিডিও ব্যবহার করা হয়েছে। এই সত্যতা যাচাইয়ের ফলে বিভ্রান্তি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। এই তথ্য সামনে আসার পর বিজেপি'র উত্তরপ্রদেশের মুখপাত্র প্রশান্ত উমরাও, হিন্দি সংবাদপত্র দৈনিক ভাস্কর, দক্ষিণপন্থী ওয়েবসাইট ওপি ইন্ডিয়ার সম্পাদক নুপুর শর্মা এবং সিইও রাহুল রৌশান এবং বেশ কিছু ইউটিউবার এবং টুইটার হ্যাণ্ডেলের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয় প্রশাসন।

জুবাইর প্রায়শই হিন্দুত্ববাদীর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন। তারা ওনার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও করেছেন। ২০২২ সালের জুনে তার একটি টুইট ‘ধর্মীয় অনুভূতির আঘাত’ করার অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দিল্লি পুলিশ গ্রেপ্তার করার পরই উত্তরপ্রদেশে জেলে জুবাইরের বিরুদ্ধে বেশ কিছু এফআইআর দায়ের করা হয়। টানা ২৪ দিন জেলে কাটানোর পর মুক্তি পান জুবাইর। তাকে জামিন দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, ‘তাকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার আর কোনো কারণ বা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।’ উত্তরপ্রদেশ সরকার দাবি করেছিল, জুবাইরকে টুইট করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে একজন সাংবাদিককে টুইট করা এবং লিখতে বাধ্য দেওয়া যাবে না।

▶ পৃঃ ১-এর পর

উপাচার্যের নিয়োগ

কিন্তু অভিযোগ রাজ্যের এক দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগে এই বিধি পালন করা হয়নি। তবে, রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে শুনানির সময় আইনজীবীরা হাজির ছিলেন। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে হাজির ছিলেন রঘুনাথ চক্রবর্তী ও অমৃতা দে। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্যদের একমাত্র নিয়োগ করতে পারবেন আচার্য। উপাচার্য নিয়োগ করার কোনও ক্ষমতা রাজ্য সরকারের হাতে থাকবে না। সম্ভ্রতি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। রাজ্যপাল বিষয়টি নিয়ে সহমত পোষণ করেন এবং শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, ‘শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা জরুরি’। ব্রাত্য বসু বলেন, ‘নবান্ন-রাজভবন-বিকাশ ভবন একসঙ্গে কাজ করবে।’ তারপর কলকাতা হাইকোর্টের এই রায় বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

আর কী জানা যাচ্ছে? বিকাশ ভবন সূত্রে খবর, আচার্য তথা রাজ্যপাল একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে আগে তিন মাসের জন্য পুনর্নিয়োগ করেছেন। যা সম্পূর্ণ ‘বৈধ’। কারণ আদালত বলেছে, উপাচার্যদের নিয়োগ করতে পারবেন আচার্য। তাই এই রায়ের প্রভাব সেই উপাচার্যদের উপর পড়বে না। কিছুদিন আগে একটি বিবৃতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানান, উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়ে গিয়েছে। রাজ্য সরকার উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বিধানসভায় আনা বিল খারিজ করে দেবেন বলে তাঁকে জানিয়েছেন। তাছাড়া রাজ্য সরকার পুরনো ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী। উপাচার্য নিয়োগ মামলায় ডিভিশন বেঞ্চে ধাক্কা খেল রাজ্য। এই রায়ের ফলে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের প্রায় ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে মানা হয়নি ইউজিসি গাইডলাইন।

SEATON AQUA

ISO 9001 -2015

FSSAI Licensed

**Brahmapur Balak Sangha
Kolkata -700096**

Mobile : 98040 00968

▶ পৃঃ ৪-এর পর

ভাইরাস তিনজন !

সংস্থায় চাকরি জুটিয়ে ফেলেছেন তারা। ফলে গামছা গলায় মমতা-শুভেন্দুর সামনে মিনমিন করবে তা স্বাভাবিক।

আসলে মমতা ব্যানার্জি এবং শুভেন্দু অধিকারী কোনও দিনই রাজনীতিতে আলাদা দলে ছিল না। তারা একই গোষ্ঠীর সহোদর। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসলে মমতার মুখোশ খোলা। উল্টোটাও সত্য। শুভেন্দু দলবদল না করলে এত তর্কের পরিসরই দেওয়া হত না, সত্য সামনে আসত না। কেবল তাপসী মালিকের বাবা আজও অন্য পক্ষে দাঁড়িয়ে আছেন। বলেছেন বামেরা তার মেয়েকে খুন করেনি। আজও সিপিআইএম একই ভাবে ওইখানে শিল্প তৈরি করার কথাই বলছে। ১৪ বছর আগে যেভাবে বলেছিল। শুধু তাদের দলবদল হয়নি।

মমতা ব্যানার্জির রাজনীতি আসলে বিরোধিতার রাজনীতি। তখন ছিল সিপিআইএম বিরোধিতার, এখন হয়েছে নো ভোট টু বিজেপির। এত সন্ত্রাসের সামনে নন্দীগ্রামের মানুষ বোঝাতে পারবেন তো তারা কী চান?

▶ পৃঃ ২-এর পর

পলাশ উৎসব

গণনাট্য সংঘের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সোমা চন্দ্র জানালেন, “আমাদের এই কাজ একদিনের সাড়ম্বর আয়োজন নয় বরং দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্যশীল অনুশীলন। আমরা যে পলাশ উৎসবের আয়োজন করেছিলাম, এটাও তাই। কোনও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ভিত্তি তৈরি নয় বরং সারা জেলা জুড়ে, রাজ্য জুড়ে আমরা যে সুস্থ সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে আরও প্রসারিত করতে চাইছি এটা তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা গণনাট্যের কর্মীরা এই সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরির কাজে আপাতত বেছে নিয়েছি এই বাসন্তী অনুষঙ্গকে। কেন বেছেছিলাম, কারণ এই জেলায় যেভাবে বসন্ত প্রকৃতি ধরা দেয় তা সব জেলা থেকে আলাদা। বসন্তের এই রঙের মেলা যেন আমাদের সংস্কৃতির, আমাদের জীবনবোধের বহুরূপতার দ্যোতনা বহন করে, নবীন প্রাণের উচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করে। জেলার সংস্কৃতি আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে আমরা তাই বেছে নিয়েছি বসন্ত উৎসবকে, নাম দিয়েছি পলাশ উৎসব। সংস্কৃতিকে হাতিয়ার করে জেলার সমস্ত সুস্থ জীবনাদর্শে আস্থাবান সচেতন মানুষকে আমরা একত্রিত করতে চাই, বলা যায় এটা তার একটা প্রাথমিক ধাপ। অন্য সব সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এই কাজ করতে চাই।”

রেডিওলজি
প্যাথলজি
পলিক্লিনিক

এক ঠিকানায় আছে সব

FORESIGHT
DIAGNOSTICS
(A Unit of 4Sight Medicare Pvt. Ltd.)

Contact : 8100400300

ভালবাসা বেঁচে থাক

ঋত্বিক গাঙ্গুলি

টুইস্ট বা রকরলে
ভালবাসা বেঁচে থাক
ডিসকো বা গজলে।
ভালবাসা নাই এলো
ফেসবুক ওয়ালে
ভালোবাসা নাই এলো
ফাঁকা ঘরে দেওয়ালে।
ভালবাসো যদি
তবে হৃদয়টা খুলে দাও
ভালবাসো যদি তবে
দিনক্ষণ ভুলে যাও।

সাম্পানের গান

সুপ্রতিম দত্ত

এবার না হয় হাতটা তোমার ধরি
আরেকটি বার সুখটা ভেসে আসুক।
এবার না হয় চোখটা চোখেই রাখি
আরেকটি বার জোহনা নেমে আসুক।।

এখনো অনেক জীবন গোনা বাকি
রোজ রাত্তিরে জানলায় আসে চাঁদ।
নিজের জন্য মুক্ত কুড়াই কিছু
মৃত্যু, তুই একটু দূরে থাক।।

এই পৃথিবীর এই যে আলোছায়া
মনন জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে চায়।
তাকিয়ে দেখি কতটা হাঁটলে পরে
তীব্র দহন জীবন ছুঁয়ে যায়।।

এখনো অনেক অতল ছোঁয়া বাকি
বাঁচার নেশা আজও বাঁচিয়ে রাখে।
আসলে আমার এটাই তো সম্বল
আরো কিছুদিন দেখব সূর্যটাকে।।

এবার না হয় তুমিও কিছু বলো
চিরকালীন ভালোবাসার গান।
আরেকটিবার ঢেউরা বুক আসুক
আরেকটিবার ভাসাই সাম্পান।।

**Your Address
Your Home**

**If you choose
Bansdrone, Tollygunge
Just call Us**

93308 06286/ 93308 06286

সর্বাধিক ১৫০০ শব্দে গল্প ও কবিতা পাঠাতে
পারেন। মনোনীত হলে প্রকাশ করা হবে।
email : aajshukrabar@gmail.com

শূন্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়

শূন্য মানে ফাঁকা কিছু নয়
শূন্য নিয়ে উপেক্ষা করে যারা
তাদের শূন্যতার ধারণা নিয়ে
হাসাহাসি হয়।

মানুষ বেড়াতে গেলে ঘর শূন্যই থাকে,
তবু ঘর থাকে,
মানুষ আবার ফেরে
পুরোনো মানুষ যায়
নতুনেরা আসে।

শূন্যতায় কে কখন ঝোলে
কে জানে! আর শূন্য না থাকলে মানুষের অঙ্কটা
গোলমাল পাকায়।

শূন্যতায় সারা বিশ্ব সংখ্যা খুঁজে পায়;
আশ্চর্য লাল আলোর সংকেত।

অ্যাসাইলাম

অভিজিৎ মণ্ডল

স্বপ্নের রঙ খুঁজতে খুঁজতে ছেলোটি একদিন
এক অন্ধকার গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ে

ভিতরে অন্ধুত সব আঁকিবুকি কাটা
নিকষ কালো দেওয়ালে
সে তার প্রতিচ্ছায়া দেখে চমকে ওঠে

ঘুমের রঙ খুঁজতে খুঁজতে
এবার সে মৃত্যু, জন্ম ও ভবিষ্যতের
দৌদুল্যমান পেণ্ডুলামে চেপে
মহা সমুদ্র পাড়ি দেয়

ভিতরে তখন তার আছাড়িপিছাড়ি ঢেউ
চোখে অনন্ত নীল...

কোনও রকমে সাঁতারে সে এসে ওঠে
একটা নির্জন দ্বীপে, সেখানে
তার জন্য অপেক্ষা করছিল জলঘড়ি

সে সময়কে ধরবে বলে
বৃত্ত আঁকে অনবরত নিজের চারপাশে

দূরে দূরে বেজে ওঠে
ডানার ঝটফট, হায়নার চোখ
নির্ঘুম রাতের রেওয়াজ থেমে যায় তার

অসুখের রঙ খুঁজতে খুঁজতে...



Please contact for solar water heater

Arup Dey
70443 05873 / 94339 86523

The Business Engineers India
Turnkey Business
India Pvt. Ltd

চলে গেলেন লিটল

ম্যাগাজিনের

অভিভাবক সন্দীপ দত্ত



নিজস্ব প্রতিনিধি - গত ১৫ মার্চ সন্ধ্যায় প্রয়াত হলেন বাংলা লিটল ম্যাগাজিনের সংগ্রাহক সন্দীপ দত্ত। দীর্ঘদিন ধরে রক্তে শর্করা জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি তাঁর পায়ে একটি অস্ত্রোপচার হয়েছিল। কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সন্দীপ দত্তের যাবার বেলায় বয়স হয়েছিল বাহান্নর। পেশায় শিক্ষক সন্দীপ দত্ত নিজেই ছিলেন স্বাধীন সাহিত্য আন্দোলনের মুখ। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বাংলার বাইরে এমনকি ভারতের বাইরে থেকে প্রকাশিত ছোট পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করে সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন টেমার লেনের গ্রন্থাগারে। প্রবীণ অধ্যাপক, অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক, নামী সাহিত্যিক থেকে নবীন গবেষক ও লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের এবং স্থানীয় বইমেলায় সংগঠকদের নির্ভরতার জায়গা ছিল এই মানুষটির নিজের হাতে তিলে তিলে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৮ সালে জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিত্যক্ত কিছু লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে এসে কলকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সন্দীপ দত্ত।

পরম আগ্রহের সঙ্গে সমস্ত পত্র পত্রিকা সংগ্রহ করে যত্নে রাখতেন। একটি সংখ্যা প্রকাশ করে বন্ধ হয়ে যাওয়া পত্রিকা থেকে পঞ্চাশ বছর ধরে টানা প্রকাশিত পত্রিকাকে একইরকম মর্যাদা দিতেন। শুধু তাই নয়, তাঁর প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে যেসব ছাত্র পিএইচডি করেছেন তাঁদের সংবর্ধিত করতেন। সন্দীপ দত্তের প্রয়াণে সাহিত্যজগতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

**Best Location
At Kolkata
South
Suburban Best
Residencial
Space Contact
96748 40737**



রামচন্দ্রপুর লোলার্ক সোশ্যাল

ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

পথশিশু ও দুঃস্থ মানুষের সাহায্যার্থে স্বেচ্ছাসেবী মানবিক সংস্থা
অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের
বিনা পারিশ্রমিকে পড়াশোনা, আঁকা, গান, নৃত্য, নাটক,
শরীর চর্চা ও খেলাধুলা শেখাতে আগ্রহী সমাজ পরিবর্তনের
শুভাকাঙ্ক্ষীরা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন।

ফোন : 79805 21794



COMMERCE COACHING CENTRE

Powered By

GARIA TUTORIAL HOME

OFFERS

"COMMERCE COACHING @ YOUR DOORSTEP"

Dear Commerce Students,

Make a batch with your at least 5
classmates & contact us. We will provide
reputed teacher at your area.

Respected Commerce Teachers,

We are providing students in small batches
at your locality. Please contact with us &
start your tuition at your locality.

Classes- XI, XII, B.COM, M.COM

For details Contact

Call or WhatsApp- 9051635797

E-Mail- info.gariatutorialhome@gmail.com

নৈসর্গিক নিষ্কলুষ বার্তা — এলিফ্যান্ট হুইস্পারস

অভীক মুখোপাধ্যায় : এ এক দারুণ গর্বের কথা যে, ভারতে তৈরি কোনও ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্ম অস্কার পেল। এর মর্মার্থ গভীর। সঠিক। পশু-জগতের জন্য চেতনার উন্মেষ ঘটানো এই ফিল্মখানা এক দুর্দান্ত দর্শন বহন করছে। পশুদের বুদ্ধিমান, ভাবুক, সজল প্রাণপুঞ্জ রূপে তুলে ধরছে। মানবজাতি আর পশুদের মধ্যে আত্মীয়ভাবকে দৃঢ় করেছে। এক এমন ভারতকে মেলে ধরছে, যেখানে প্রকৃতির দুই সন্তান হিসেবে মানুষ ও পশুরা সহাবস্থান করছে সুখেই। দুপক্ষেরই সমান গরিমা, সম অস্মিতা, জীবনের সমান মূল্য, পরস্পর সংঘর্ষ নেই, সাম্য - সাম্য - সাম্য। এই বার্তা কখনওই সাধারণ হতে পারে না। যখন কোনও পুরস্কারের জন্য কিছুকে বেছে নেওয়া হয়, তখন তার কিছু - না - কিছু গুণ থাকবেই। তা যদি অস্কারের জন্য হয়, তাহলে তো বলাই বাহুল্য।

টাইবাল আর ইন্ডিজেনাস সম্প্রদায়গুলিকে নিয়ে পশ্চিমা দেশগুলোর নৃতাত্ত্বিক আগ্রহের কোনও অন্ত নেই। এমন জীবনের প্রতি তাদের আকর্ষণ সুদূর অতীত থেকেই। তাদের জন্য এ এক অভিনব হিউম্যান ল্যান্ডস্কেপ। এক অদ্ভুত প্যাগানিজম, যার মধ্যে ভারতবর্ষ লুকিয়ে আছে। 'The Elephant Whisperers'-এ গজরাজ গণপতির রূপক। ফুলমালায় সজ্জিত হস্তী দেবতা। শরীরে আলপনা। বিশ্ববাসী এমন কিছু আগে কখনো দেখেনি। ভারতে কিন্তু এটা সাধারণ বিষয়। আমরা এভাবেই পশুকে পূজা করি। দৈনন্দিন ব্যাপার। হাতি আর মাছতের দেশ, সাপ আর সাপুড়ের দেশ, বৃক্ষ আর নদীর দেশ, প্রাণীকে দেবতা ভাবার দেশ। প্রকৃতির পূজা আমাদের দেশের কোনও অঙ্গ গ্রামের কোনও একটি বটবৃক্ষকে গ্রামদেবতা ভাবার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়, এবং তার সর্বোচ্চ রূপ পায় গণপতি পূজায় গিয়ে। কোনও পশুর জন্যই কোনও নিন্দা নেই। পশুর অধিকার, ভিগানিজম, পরিবেশ সচেতনতা, পরিবেশপন্থী এনার্জির প্রতি নিরন্তর সজাগ হয়ে বসে থাকা পাশ্চাত্য ভারতের এই প্রতীকী পূজায় এক অতিরিক্ত উদ্ভা খুঁজে পেয়েছে। তাই এই শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার। দ্রাবিড় সবুজাভায় সজ্জিত ৪১ মিনিটের এই সিনেমা এখন সারা দুনিয়া দেখছে। নৈসর্গিক, নিষ্কলুষ বার্তায় মিশে যাচ্ছে সহানুভূতি, সমবেদনা এবং শুভত্বের যত স্পর্শ।

তামিলনাড়ুর কট্টনায়কন সম্প্রদায়ের বোম্মান আর বেল্লি প্রায় প্রৌঢ় ছুঁয়ে ফেলেও শুধু এই কারণেই বিয়ে করেন যাতে হাতিদের দেখভাল করতে পারেন দু'জনে একসঙ্গে। বাচ্চা হাতিদের দেখতে হবে যে।



হাতিগুলো তাঁদের কাছে সন্তানের সমান। কখনো দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া হস্তীশাবকদের প্রতি তাঁদের অগাধ স্নেহ। পাশ্চাত্যে যেখানে একটু বড় হলেই সন্তানদের আলাদা করে দেওয়ার প্রথা আছে, সেই জায়গায় পশুশাবকদের প্রতি পরিবারসুলভ এই প্রেম ভাবতেই পারে না তারা। কার্তিকি বেস্পালুরু থেকে উটি পর্যন্ত একটি জার্নির সময়ে নীলগিরির অরণ্যে বোম্মানকে তাঁর গজশিশু রঘুর সঙ্গে দেখেন। ওই অসামান্য স্নেহ পরম্পরার সমতুল্য তিনি আগে কখনো কিছু দেখেননি। কার্তিকি থেপ্পাকাড়ুর সেই এলাকার সঙ্গে সুপরিচিত, যেখানে একটি এলিফ্যান্ট ক্যাম্প রয়েছে। তিনি বোম্মান, বেল্লি আর তাঁদের দুই হস্তীশাবক রঘু আর অম্মুর সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটান। তাঁদের গতিবিধি ভিডিওগ্রাফিতে ধরে রাখতে শুরু করেন। তবে পরিকল্পনাবদ্ধ ছিল না সেসব কাজ। পাঁচ বছরে প্রায় ৪০০ ঘণ্টার ফুটেজ জমে। নেটফ্লিক্সের পেশাদার দলের সহযোগিতায় তাঁর এডিটিং হয়। ৪০০ ঘণ্টা সঙ্কুচিত হয়ে যায় মাত্র ৪০ মিনিটে। এটাই কার্তিকির প্রথম কাজ। আর তাতেই সাফল্য এল। জয়টা সহজ ছিল, কারণ এই কাজ শ্রেষ্ঠ, কার্তিকি হয়তো জানতেন।

হয়তো এরপর বিশ্ববাসী পশুদের প্রতি শুভঙ্কর ভাব নিয়ে দেখবে। মানুষ আর পশুরা প্রকৃতির মণ্ডপে, একে অপরের কোনও প্রকার ক্ষতি না করে বাঁচতে পারে, এই মন্ত্র, এই বার্তা পৌঁছে গেছে। করুণা, অহিংসা, বিবেকের ডাক আর স্নেহ, এই তো মূলমন্ত্র। পৃথিবীকে রক্ষা করার এই কোমল মন্ত্র আসলে এক অশ্রুত ধ্বনির সমষ্টি, যা হাতিদের কানে বোম্মান আর বেল্লিরা ফিসফিস করে বলেন—শুভমস্তু!

আক্রান্ত মানুষের কথা, প্রতিরোধের কথা, প্রকৃত
দেশপ্রেমের কথা নাটকের সংলাপে, সংগীতের সুরে:

রেখাব মিউজিক্যাল টুপ

নিও লিরিক থিয়েটার

লড়াই-এর সাথী হয়ে ওঠার জন্য যোগাযোগ— ৯৪৩৩৩৮৫০৭৯

মোবাইল রিপেয়ারিং



Pulse Oximeter

রিপেয়ারিং করা হয়

call :- 8240851802

পিপলস রিলিফ কমিটির বৃদ্ধাবাস

মধ্যবিত্তের সাধ্যের মধ্যে বসবাস, চিকিৎসা

এবং পরিচর্যা সুবন্দোবস্ত রয়েছে।

আগ্রহীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন

২৪২ বিধানপল্লী গড়িয়া কলকাতা - ৭০০ ০৮৪

মোবাইল - ৮২৭২৯৮৪৩৬৫

APPLY FOR

PAN CARD (NEW / CORRECTION)
AADHAR CARD

(NEW / NAME CHANGE/ ADDRESS CHANGE /
DOB CHANGE)

PASSPORT (NEW / RENEW)
AT YOUR DOORSTEP

Contact : 919007605877



9674400789 / 9836650507
SCAN & PRINT
JYOTISHMAN BHATTACHARJEE

RESIDENCE & OFFICE

19/M. D.P.P. ROAD, KOLKATA - 700047

mailtoscanprint2020@gmail.com

● Bengali & English Typing ● School / College Project
SPECIALIST IN BENGALI TYPING
PAN CARD (New / Correction)

আইএসএল জয়ের সুবর্ণ সুযোগ এটিকে মোহনবাগানের সামনে

দেবাশিস মজুমদার : আবারও আইএসএলের ফাইনালে এটিকে মোহনবাগান। এটিকে তিনবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন। মোহনবাগানের সঙ্গে সংযুক্তির পর এটি তাদের তৃতীয় মরশুম এবং এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আইএসএল-এর ফাইনালে পৌঁছে গেল সবুজ-মেরুন শিবির। শনিবার ১৮ মার্চ গোয়ার মারগাঁওর ফতোদরা স্টেডিয়ামে চলতি মরশুমের ফাইনালে সবুজ-মেরুন জার্সির প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি। প্রথমবার আইএসএল ফাইনালে পৌঁছেও হারতে হয়েছিল এটিকে মোহনবাগানকে। সেবারে তাদের পরাজিতকারী দল মুম্বাই এফসিকে পরাজিত করেই এবারে ফাইনালে পৌঁছেছে বেঙ্গালুরু। আইএসএল লীগের প্রথম দুই স্থানে শেষ করা মুম্বাই এবং হায়দ্রাবাদ ছিটকে গেছে এবারের চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে। প্লে-অফ খেলে উঠে আসা লীগ টেবিলের তৃতীয় ও চতুর্থ দল যথাক্রমে এটিকে মোহনবাগান এবং বেঙ্গালুরু এফসি ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি। প্লে-অফে কেরালা ব্লাস্টার্সকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল বেঙ্গালুরু আর এটিকে মোহনবাগান প্লে-অফে পরাজিত করে ওড়িশা এফসিকে। সেমিফাইনাল দুটিতেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়ে শেষমেশ টাইব্রেকারে দুটি সেমিফাইনালেরই ফয়সালা হয়। বেঙ্গালুরু প্রথম সেমিফাইনাল লীগে মুম্বাইকে হারিয়ে দিয়েছিল ১-০ ব্যবধানে, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুম্বাই জয় পায় ২-১ ব্যবধানে। খেলার মোট স্কোর দাঁড়ায় ২-২ আর দুই দলের হোম-এওয়ে ম্যাচে গোল পার্থক্যও সমান, তাই ফয়সালা হয় টাইব্রেকারে বা বলা ভালো সাডেন ডেথে। ৯-৮ ফলে মুম্বাইকে পিছনে ফেলে ফাইনালে ওঠে বেঙ্গালুরু। অন্যদিকে এটিকে মোহনবাগান আর হায়দ্রাবাদের দুটি সেমিফাইনাল লীগের খেলাই গোলশূন্যভাবে শেষ হলে এই সেমিফাইনালেরও চূড়ান্ত ফয়সালা হয় টাইব্রেকারেই। ঘরের মাঠ বিবেকানন্দ যুবভারতী স্টেডিয়ামে টাইব্রেকারে হায়দ্রাবাদকে ৪-৩ ব্যবধানে হারিয়ে দ্বিতীয়বার আইএসএল ফাইনালে নিজেদের স্থান সুনিশ্চিত করে এটিকে-মোহনবাগান।

তবে দুটি দলই প্রচণ্ড লড়াই করে তারপর ফাইনালে পৌঁছেছে।



একেবারে ডাউন-আন্ডার অবস্থা থেকে দুটি দলই উঠেছে ফাইনালে, তাই এবারে ধুমুমার ফাইনালে দুই দলই পাখির চোখ করবে আইএসএল ট্রফিকে তা বলাই বাহুল্য। বিগত কয়েকটি আইএসএল মরশুম সেভাবে ফলপ্রসূ হয়নি বেঙ্গালুরুর, তাই জয়ের জন্য তারা মরিয়া হয়ে বাঁপাবেই। অন্যদিকে আবারও কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন পূরণের সোনালী সুযোগ সবুজ-মেরুন জার্সির সামনে। দলের খেলোয়াড়দের বডি ল্যান্ডুয়েজই বলে দিচ্ছে কতটা উদ্দীপ্ত তারা। ছ্যান ফেরান্দোর ছেলেরাও তাই পাখির চোখ করবে আইএসএল ট্রফিকে। তাই বিনা লড়াইয়ে কেউ কাউকে জায়গা ছেড়ে দেবে না তা আলাদা করে বলার দরকার পড়ে না। এখন সপ্তাহান্তে গোয়ার মাঠে শেষ হাসি হাসে কারা সেটাই দেখার, তবে আবারও লক্ষ্যপূরণের খুব কাছে পৌঁছে গেছে সবুজ-মেরুন শিবির সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আর বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে তাদের আইএসএল পারফরম্যান্স বরাবরই ভালো, সেটাই এখন আশা জাগানোর সবচেয়ে বড় প্রেক্ষিত সবুজ-মেরুন সমর্থকদের কাছে।

চিঠিপত্র

বাংলার অ্যাথলেটিক্সে টাকা নেই!

চাকরি নেই! আছে প্রহসন, রাজনীতি

বলা হয়, ‘অ্যাথলিট ইজ দ্য মাদার অফ অলস্পোর্টস’ সেই অ্যাথলেটিক্সই বাংলায় সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত, অবহেলিত। এখানকার সংবাদ মাধ্যমের একাংশ তো অ্যাথলেটিক্সকে ‘ছোট খেলা’ তকমাও লাগিয়ে দিয়েছে। গত ১০-১২ বছরে অ্যাথলেটিক্সে বাংলার অবস্থান তলানিতে। অথচ একসময় আমাদের মেয়েরা ছিল দেশের সেরা। দলগতভাবেও ছিল জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। আর এখন? ছোট ছোট অনেক রাজ্য প্রভূত উন্নতি করে প্রচুর পদক পাচ্ছে। আর আমাদের বাংলা বিক্ষিপ্তভাবে টুকটাক কিছু পদক পেলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রতিযোগী পাঠাতেই অক্ষম।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হাল আমলের বাংলার অ্যাথলেটিক্স নিয়ে কিছু কথা এবং কয়েকটি প্রশ্ন:

(১) ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস এবং আরও কিছু খেলার মতো অ্যাথলেটিক্সে টাকা নেই। পেশাদার অ্যাথলিট হওয়ার স্বপ্ন দেখার সুযোগ নেই। অ্যাথলেটিক্সে সফল হয়ে চাকরির নিশ্চয়তাও নেই। চাকরি নেই বললেই চলে। ফলে জাতীয় পর্যায়ে সফল হওয়ার পরও কেউ কেউ অটো চালাতে বা রাজমিস্ত্রীর যোগাড়ের কাজ করতে বাধ্য হন। এই ছবি দেখে কে আর অ্যাথলেটিক্সে মন দেবে!

(২) রাজ্য প্রতিযোগিতাতেও এখন সব ইভেন্ট হয় না। যেমন স্ট্রিপলচের্জ, হ্যামার থ্রো, পোল ভল্ট, ডেকাথলন ইত্যাদি। এই ইভেন্টগুলো করতে রাজ্য সংস্থা অক্ষম? অপারগ? নাকি একটু বেশি পরিশ্রম করতে হবে বলে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু ইভেন্ট বাদ রাখা হয়? কারণ যাই হোক, কিছু ইভেন্ট রাজ্য প্রতিযোগিতায় না থাকায় অনেক অ্যাথলিটের সামনেই সর্ব ভারতীয় পর্যায়ে যাওয়ার রাস্তাটা বন্ধ।

(৩) সর্বোপরি বাংলা দল নির্বাচনের নামে চরম প্রহসন। একজন বিশেষ ব্যক্তির ইচ্ছাই এখানে শেষ কথা। খাতা-কলমে অলিম্পিয়ানদের শীর্ষ পদে রাখা হলেও ওই বিশেষ ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছাই গুরুত্ব পায়। কমিটিতে অনেক আন্তর্জাতিক অ্যাথলিট থাকলেও তাঁদের মতামতকে কতটা সম্মান বা গুরুত্ব দেওয়া হয়, জানতে ইচ্ছা করে। আসলে ফেডারেশনের মান্যতা পাবার জন্যই আন্তর্জাতিক তারকাদের কমিটিতে রাখা। এটাও একরকম রাজনীতি। ফেডারেশনের নর্মের ভিত্তিতে যেখানে ১৫-২০ জনের দল হতে পারে, সেখানে ওই ব্যক্তির ইচ্ছাতে বাংলা দল পাঠানো হয় ৩-৪ জনের। কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে, রাজ্য সংস্থার টাকার অভাব। প্রশ্ন করতেই হয়, এই যখন অবস্থা তাহলে কর্মকর্তারা পদ আগলে আছেন কেন?

(৪) চরম অব্যবস্থা আর কাকে বলে! ন্যূনতম দৈনিক খাবার, বিনা পয়সায় থাকার জায়গার ব্যবস্থা করতেই নাকি অনেক খরচ! যতটা জানি, বাংলার ৫০ শতাংশ অ্যাথলিটই নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেন। তবু টাকা নেই, টাকা নেই রব কেন?

(৫) জাতীয় আসরে সফল অ্যাথলিটদের জন্য কিছু আর্থিক পুরস্কার ছাড়া কোচিং ক্যাম্প বা অন্য কোনও ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম করার প্রয়োজনই বোধ করে না রাজ্য সংস্থা। কেন?

(৬) ওই কর্মকর্তারাই আবার বুক ফুলিয়ে যাচ্ছেন খেলো ইন্ডিয়া / ন্যাশনাল গেমসে সুন্দর সুন্দর পোশাকের জন্য। ওখানে তো রাজ্য সংস্থার খরচ নেই।

নির্মলকুমার সাহা
কোলকাতা

Learn Spanish Online

Beginner & Intermediate Level Courses

1

Classes for Students, Working Professionals and Travel Enthusiasts

2

Small batches and individual care

3

Both weekend and weekday classes

4

Learn from the one of the best!

CALL: 9830478052

কুমার চক্রবর্তী

সারা বিশ্বে এবং প্রাকৃতিক ভারতে মে দিবস পালনের প্রথম সচিব ইতিহাস

রক্তপথ

রঙিন হয়ে আসছে

প্রকাশক : নিও র‍্যাডিক্যাল পাবলিকেশনস (মো - 9874175869)

এলিগেন্ট লেডিস টেলার্স

গড়িয়ায় দর্জির কাজের দক্ষতা ও মাধ্যমিক পাশ মহিলা চাই। সাক্ষাতে বিস্তারিত কথা হবে।

যোগাযোগ

9830609643